পুরুষের শার্টে বোতাম ডানদিকে মেয়েদের বাঁদিকে, কেন?

জামায় বোতামের প্রচলন সিন্ধু সভ্যতায়, নেপোলিয়ানের নির্দেশেই নাকি বোতাম ব্যবহারে দুই নিয়ম

1

ঝিনুকের খোল দিয়ে বোতাম বানানো হত একটা সময়। অবাক হচ্ছ নিশ্চয়ই! কিন্তু ইতিহাসের পাতা সেরকমই কিছু কথা বলছে। জামায় বোতামের প্রচলন শুরু হয় সিন্ধু সভ্যতায়। এরপর ১৩ শতকে জার্মানিতে ছিদ্রযুক্ত বোতামের ব্যবহার শুরু। সে সময় সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের জামাতেই বোতাম থাকত। পুরুষরা নিজেরাই জামা পরতেন। তাই শার্টের বোতাম ডান দিকে লাগানো থাকত। কিন্তু ধনী নারীদের জামা কাপড় পরানোর জন্য আলাদা দাসী নিযুক্ত করা হত। দাসীদের জামা পরানোর সুবিধার কথা ভেবেই নাকি নারীদের জামার বোতাম বাঁ দিকে লাগানো শুরু হয় বলে দাবি একদল বিশেষজ্ঞের।

একদল ইতিহাসবিদের মতে, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নির্দেশেই এমন ব্যবস্থার চালু হয়। কারণ, নেপোলিয়ন তাঁর একটি হাত সবসময় শার্টের মধ্যে বুকের কাছে ঢুকিয়ে রাখতেন। নারীরা নাকি তাঁর এই অভ্যাসটিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। তাই এই সব ব্যঙ্গবিদ্রুপ বন্ধ করার জন্য নেপোলিয়ন নির্দেশ দিয়েছিলেন নারীদের শার্টের বোতাম উলটোদিকে অর্থাৎ বাঁ দিকে লাগানোর জন্য।

এমনও শোনা যায়, বেশিরভাগ মানুষই ডান হাতি। অর্থাৎ, ডান হাতেই বেশি কাজ করতে অভ্যস্ত। গোটা বিশ্বেই বোতাম লাগানো জামা পুরুষরাই বেশি পরেন। তাই ডান হাতে তাঁদের পোশাক খুলতে সুবিধা হত। অন্যদিকে এও শোনা যায়, শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করানোর সময় নারীরা নাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের ডান হাত মুক্ত রাখেন। সেই কারণের জন্যই বাঁ দিকে বোতাম থাকলে নারীদের সুবিধা হয়।

123 যোগ করো রং ভরো

2

বন্ধুরা, 1 থেকে 55 পর্যন্ত যোগ করে দ্যাখো তো, কী দেখতে পাও!

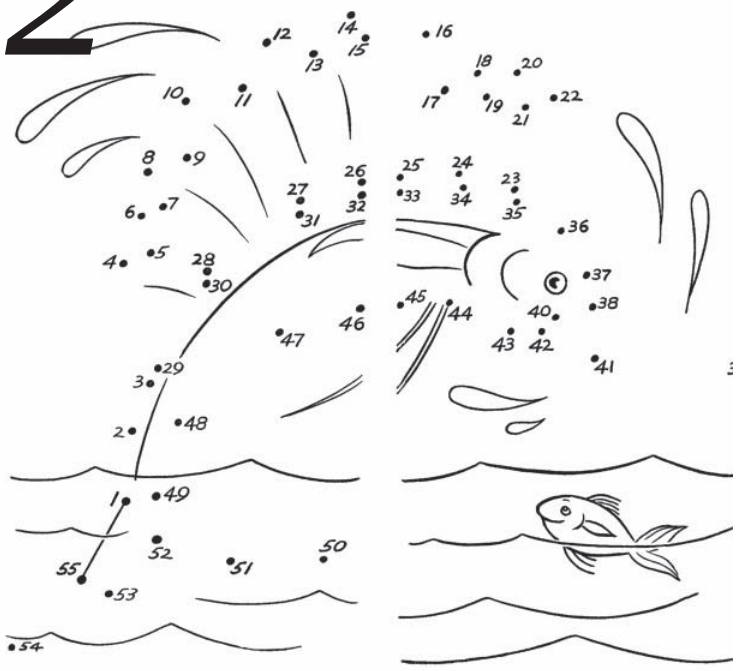

ছবি দেখে নাম বলো

3

বলিউডের হেমন্তকুমার। কিন্তু তাঁর জন্মভূমি এই বঙ্গে তিনি অন্য নামে পরিচিত। জন্ম ১৬ জুন। কে তিনি?

পা হে মু খো ম ন্ত ধ্যা য়

৩ জুন–এর উত্তর ঃ শিল্পা শেট্টি

শংকর-এর সহজ পাঠ

4

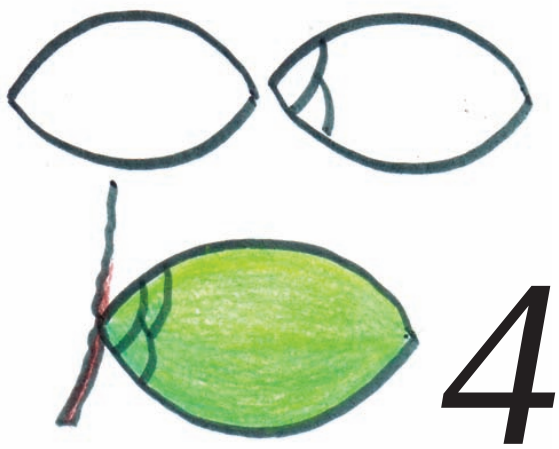

আঙুল ছাপে আঁকিয়ে ছবি

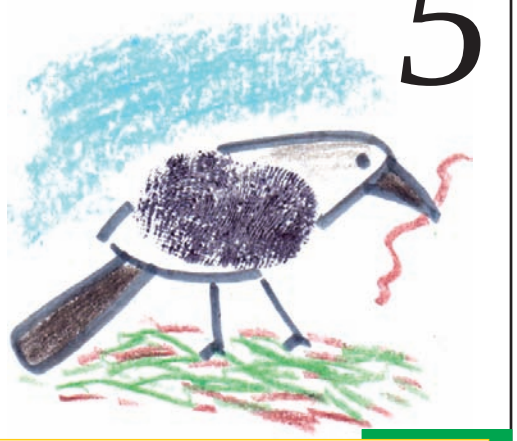

5

উপরের ছবিটার মতো তুমিও আঁকতে চাও? খু-উ-ব সহজ। একটি পাত্রে নানা রঙের জল রং নাও। তারপর আঙুলে আলতো করে রং লাগিয়ে কাগজে আঙুল চেপে ধরো। তারপর স্কেচ পেন দিয়ে যেমন যেমন আঁকা হয়েছে তেমন তেমন এঁকে ফেলো। বেশ মজা, তাই না!

তোমাদের লেখাজোখা

6

ধাঁধা

শুনে ধাঁধিয়ে যাও

১. কোন ব্যাংক টাকা রাখে না?

২. কোন আম খায় না?

৩. কোন নুন গরম হয়?

৪. কোন বরের গায়ে গন্ধ?

৫. কোন ধান পড়তে লাগে?

উত্তর

১. ব্লাডব্যাংক, ২. ব্যায়াম, ৩. উনুন, ৪. গোবর, ৫. অভিধান

7 স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ওষুধ

নাসিরুদ্দিন মোল্লা একবার স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্য এক হাকিমের কাছ থেকে ওষুধ এনেছিলেন। কয়েক মাস পর তিনি হাকিমের কাছে গেলেন ওই ওষুধ আনার জন্য।

হাকিম ঃ আচ্ছা, গতবার তোমাকে কী ওষুধ দিয়েছিলাম?

নাসিরুদ্দিন ঃ আমি কী করে বলব?

হাকিম ঃ কিছু মনে করবেন না, আসলে আমি একেবারেই মনে করতে পারছি না।

নাসিরুদ্দিন ঃ তাহলে শুনুন, ওই ওষুধ এখন থেকে আপনি নিজেই খাবেন। বুঝলেন!

স্কুলে মজার ঘটনা, অভিজ্ঞতা, ধাঁধা, ১৫০ শব্দের গল্প, ১২ লাইনের ছড়া, আঁকা ছবি যা খুশি পাঠাও অবশ্যই নাম, ক্লাস ও স্কুলের নাম সহ—
ইচ্ছেডানা, ১৪এ, মনোহরপুকুর রোড, কল-২৬, ই-মেল **ichchhedanaubs@gmail.com**(পিডিএফ ফর্মাটে)

তোমাদের রেখায়, তোমাদের লেখায়

ইকিড় মিকিড়

যেকোনো বিষয়ে ছড়া (**১২ লাইনের মধ্যে**), গল্প (**১৫০ শব্দের মধ্যে**), আঁকা ছবি (**এ-৪ সাইজের মধ্যে**), ধাঁধা, জোকস অথবা রকমারি মজার তথ্য, অভিজ্ঞতা, স্কুলে মজার ঘটনা প্রভৃতি পাঠাতে পারো। সঙ্গে অবশ্যই তোমার **নাম**-সহ **ক্লাস**, **স্কুলের নাম** এবং যোগাযোগের জন্য **ফোন নম্বর** উল্লেখ করবে। লেখা-আঁকা প্রকাশিত হবে মাসিক **'তথ্যকেন্দ্র'** পত্রিকায়।

আঁকা, লেখা পাঠাও–ইকিড় মিকিড়, প্রযত্নে তথ্যকেন্দ্র, ১৪এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ফ্যাক্স: ০৩৩-২৪১৯২৩৫৮, ই-মেল: **ikirmikirtk@gmail.com** (পিডিএফ ফর্মাটে)